ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার

মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী

অনুবাদ
মীযানুল করীম

সম্পাদনা
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

NON-MUSLIM MINORITIES IN AN ISLAMIC STATE- এর অনুবাদ
ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার

মূল লেখক : মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী

অনুবাদ : মীযানুল করীম

ISBN : 978-984-91686-0-7

বি আই এল আর এল এ সি- ৪

© বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট - ১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৭ ঈসায়ী

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী

মুদ্রণ : আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৮০/- (আশি টাকা মাত্র)

ISLAME AMUSLIMDER ADHIKAR (NON-MUSLIM MINORITIES IN AN ISLAMIC STATE) written by Muhammad Sharif Chaudhury, translated into Bengali by Mizanul Karim, edited by Professor Dr. Ahmad Ali and published by Advocate Muhammad Nazrul Islam (General Secretary) on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 55/B, Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite- 13/B, (Lift-12), Dhaka-1000, Phone : 02-9576762, Mobile : 01761-855357, E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com, Web : www.ilrcbd.org, Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price : TK. 80 US $ 3

উৎসর্গ

এই বইটি সেসব মুসলিম এবং মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত, যাঁরা ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য মোতাবেক তাঁদের অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে আচরণ করেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে
প্রকাশকের কথা

NON-MUSLIM MINORITIES IN AN ISLAMIC STATE শীর্ষক গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রকাশের সাথে সাথেই বইটি পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফলে অল্প দিনেই প্রথম সংস্করণের সব কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। অবশ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমিত হয় গ্রন্থটিতে কতিপয় উদ্ধৃতির মধ্যে যেমন অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তদ্রূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবেশিত তথ্য ও তত্ত্বেও বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। গ্রন্থটি গভীরভাবে পর্যালোচনার পর কোন শরী'আহ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে গ্রন্থটির তথ্য উপাত্ত বস্তুনিষ্ঠকরণ এবং সার্বিকভাবে এটিকে আরো তথ্যসমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ লক্ষে গ্রন্থটি পুনরায় কম্পোজ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান, শরী'আহ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. আহমদ আলী সাহেবকে সম্পাদনার জন্য অনুরোধ করা হয়। নানাবিধ গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকার পরও তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে এ গ্রন্থে পরিবেশিত প্রতিটি তথ্য দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন। এর ফলে নিঃসন্দেহে বলা যায় বর্তমান পরিমার্জিত সংস্করণে পরিবেশিত গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর বস্তুনিষ্ঠতা মূল গ্রন্থকেও অতিক্রম করেছে এবং উদ্ধৃতিগুলোকেও প্রামাণ্য করেছে। ল' রিচার্স সেন্টার-এর পক্ষ থেকে এজন্য আমরা প্রফেসর ড. আহমদ আলী সাহেব-এর প্রতি প্রীত ও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা জাতিকে সমৃদ্ধ করুন।

পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজনের ফলে গ্রন্থটির পরিধি কিছুটা বেড়েছে। সেই সাথে বেড়েছে সার্বিক প্রকাশনা ব্যয়। তবুও বিষয়টির গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কে বাজারে বিশুদ্ধ মানের গ্রন্থের অভাব বিধায় কর্তৃপক্ষ দ্রুত এটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। আশা করি এ সংস্করণটি পাঠক মহলে আরো বেশী আদৃত হবে। এই প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন এবং তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন ॥

- সেপ্টেম্বর ২০১৫

সূচিপত্র

ভূমিকা.....৭-৮

অমুসলিমদের সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা.....৯-১৮

ইসলাম প্রদত্ত অমুসলিমদের অধিকার অলঙ্ঘনীয়.....১৯-২০

অমুসলিমদের শ্রেণীবিন্যাস.....২১-২৪

অমুসলিমদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মানের অধিকার.....২৫-২৮

অমুসলিমদের ধর্ম পালন ও উপাসনার অধিকার.....২৯-৩৩

বল প্রয়োগে অমুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার অনুমতি নেই.....৩৫-৪০

অমুসলিমদের জন্য বিচার বিভাগীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা.....৪১-৪৫

অমুসলিমদের রাজনৈতিক এবং সরকারি চাকরির অধিকার.....৪৭-৪৯

অমুসলিমদের প্রতি সদয় আচরণ.....৫১-৫২

গরীব অমুসলিমদের আর্থিক সাহায্য প্রদান.....৫৩-৫৪

অমুসলিমগণ ও জিযিয়া.....৫৫-৬১

ইসলামের ইতিহাসে অমুসলিমদের প্রতি আচরণ.....৬৩-৬৯

সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ : ইসলাম ও
অন্যান্য ধর্মের মধ্যে তুলনা.....৭১-৭৬

আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু.....৭৭-৭৮

গ্রন্থপঞ্জি.....৭৯-৮০

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(পরম করুণাময়, অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি।)

বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু নাগরিক, বিশেষ করে যারা একটি আদর্শিক রাষ্ট্রে বসবাস করছে; কিন্তু ঐ রাষ্ট্রের আদর্শ মেনে চলে না, তাদের সাথে আচরণ বর্তমানে একটি জ্বলন্ত আলোচ্য বিষয়। একটি ইসলামী রাষ্ট্র যদিও ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক, তবুও এই রাষ্ট্র তার অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণু ও উদার। এর কারণ হচ্ছে, ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষা। ইসলামের আসমানী কিতাব আল-কুরআন অমুসলিমদের পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম জবরদস্তি করে কাউকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাকে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে, সেই সাথে অমুসলিমদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করার জন্য নিজের অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন অমুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে, বিশেষ করে সমাজ এবং বিচার সম্পর্কিত স্বাধীনতা অনুমোদন করেছে। রাসূলুল্লাহ স. তাঁর অনুসারীদের এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিক) সাথে যদি তারা নিষ্ঠুর এবং অন্যায় আচরণ করে, তাহলে তিনি স্বয়ং শেষ বিচারের দিন তাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করবেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ স. তাঁর মৃত্যুশয্যায় এ কথা উল্লেখ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে,

احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي

অমুসলিম প্রজাদেরকে আমার দেয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে অব্যাহত রাখো।[১]

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রে বংশ, বর্ণ, জাতীয়তা, ভাষা, গোত্র বা ধর্মভিত্তিক সর্ব প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈষম্য বিলুপ্ত করা হয়েছিল। মদীনায় ৬২২ ঈসায়ী সালে রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে দেয়া হয়েছিল পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং জীবন, সম্পদ ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা। তাঁর জারিকৃত মদীনা সনদের ন্যায় দলিলপত্রে ইহূদীদের এই সমস্ত অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আর তাঁর প্রেরিত চিঠির মাধ্যমে এ অধিকার প্রদত্ত হয়েছে নাজরানের খ্রিস্টানদের। সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স.

১. আবুল হাসান মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* খ. ১, পৃ. ২৮২; সাইয়িদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ,* খ. ২, পৃ. ৬৬৮

এবং তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী খলীফাগণ[২] কর্তৃক স্থাপিত গৌরবময় দৃষ্টান্ত পরবর্তী মুসলিম শাসকদের জন্য আচরণ-বিধি তৈরি করেছে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক অমুসলিমদের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি মানবেতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। অপরদিকে ইসলাম বিরোধীদের দ্বারা অমুসলিমদের ব্যাপারে মুসলিমদের সম্পর্কে অনেক বৈরী প্রচারণা করা হয়েছে। দাবী করা হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে ইসলাম হচ্ছে একটি পরমত অসহিষ্ণু ধর্ম, যা বিশ্বাসজনিত কারণে অমুসলিমদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করে থাকে। বলা হয়ে থাকে, মুসলিম শাসকগণের হাতে সংখ্যালঘুগণ অশোভন আচরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই শাসকরা তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করে, যা ন্যায়সঙ্গত নয়। এ সকল সমালোচকের মতে, অমুসলিম সংখ্যালঘুরা ইসলামী রাষ্ট্রে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

এ বইটি লেখা হয়েছে অনেকগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। প্রথমত, লেখা হয়েছে ইসলামের বিরোধীদের দ্বারা অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ সম্পর্কে অসত্য প্রচারণার অবসান ঘটানো। দ্বিতীয়ত, অমুসলিম সংখ্যালঘুদের এই ভীতি দূর করা যে, মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অধিকার খর্ব করা হবে। তৃতীয়ত, অমুসলিমদের সাথে আচরণের ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো বিশেষভাবে তুলে ধরা। চতুর্থত, ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের সংখ্যালঘুদের সাথে আচরণের প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপন করা এবং পরিশেষে, আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে যে সব অধিকার দেওয়া উচিত, সেগুলোর রূপরেখা তুলে ধরা। এ লক্ষ্যসমূহ বইটিতে কতটুকু অর্জিত হয়েছে, তা এর পাঠকবৃন্দই ভালোভাবে বিচার করতে পারবেন।

বক্তব্যের সমাপ্তি টানার পূর্বে আমি আমার সহধর্মিণী ও সন্তানদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো, যারা এ বইটি লেখার জন্য আমাকে অবকাশ দিয়েছেন। আমি অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করবো ঐসব লেখক ও বিজ্ঞজনের; এ বইটি রচনার ক্ষেত্রে যাদের অমূল্য লেখা থেকে অপরিসীম সাহায্য পেয়েছি ।

মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী
এম.এ; এল.এল.বি
১৬৯-এ/১, টাউনশীপ
লাহোর, পাকিস্তান

১ রমাযান, ১৪১৫ হিজরী
২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ ঈসায়ী

২. ইতিহাসে তাঁরা 'খুলাফায়ে রাশিদীন' বা 'সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফা' হিসেবে পরিচিত।